কালের কণ্ঠ

তারিখ . 29 JUN 2015 . ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ... ২ ......

ফল প্রকাশে বিড়ম্বনা

শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করুন

শিক্ষাজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হচ্ছে এসএসসি। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সব শিক্ষার্থীই মানসম্মত কলেজে ভর্তি হতে চায়। কিন্তু যোগ্য শিক্ষার্থীর তুলনায় মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে দেশে। এবার দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ভর্তিপ্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভর্তির আবেদন করেছিল। ফল প্রকাশের কথা ছিল গত ২৫ জুন মধ্যরাতে। কিন্তু কারিগরি ত্রুটির কারণে ফল প্রকাশ করা যায়নি। তারিখ পরিবর্তন করে ২৬ জুন ফল প্রকাশ করা হবে জানানো হয়। কিন্তু সেদিনও ফল প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। বুয়েটের তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষাসচিব ফল প্রকাশের নতুন তারিখও ঘোষণা করেছেন। এবার এই প্রক্রিয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন বলে জানা গেছে। ভবিষ্যতে আর কোনো সমস্যা হবে না বলে আশ্বস্ত করতে চেয়েছেন শিক্ষাসচিব। কিন্তু ১২ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের তিন দিন দুশ্চিন্তায় রাখার অধিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোথায় পেল? এ প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি। শিক্ষার্থীদের নিয়ে আর কত দিন এভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকবে? দায়িত্বশীলদের দায়িত্বহীনতার দায় কেন বহন করবে শিক্ষার্থীরা? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি এ কারণে যে শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে এরই মধ্যে অনেক শিক্ষার্থীর জীবন বিষিয়ে তোলা হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এখন পর্যন্ত কোনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সব সময় মনে হয়েছে, পদ্ধতিগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন এবারের এইচএসসি ভর্তি পদ্ধতি। পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু একসঙ্গে এত শিক্ষার্থীর চাপ বহন করার মতো সক্ষমতা আছে কি না, তা পরীক্ষা না করেই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়া হলো। অনিবার্যভাবেই মানসিক চাপের মুখে পড়তে হলো শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের।

এবার এইচএসসিতে ভর্তির বিষয়ে যে পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা পরীক্ষিত নয়। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অটো সিলেকশন পদ্ধতি চালুর আগে তিন বছর গবেষণা করা হয়েছে, সেখানে একসঙ্গে ১২ লাখ শিক্ষার্থীর ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে কোনো গবেষণা হয়নি। সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের সক্ষমতা নিয়েও বোধ হয় কোনো কাজ হয়নি। ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের ওপর একটি পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার কি কারো আছে? পত্রপত্রিকার খবরে বলা হচ্ছে, কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই শুধু মন্ত্রণালয়ের একগুঁয়েমির কারণে এ পদ্ধতিতে ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কর্মকর্তারা যথেচ্ছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের গিনিপিগ বানাবেন না, এটাই আমাদের অনুরোধ।